যুগান্তর

2 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৮

চট্টগ্রামে ডিপ্লোমা শিক্ষার নামে চলছে রমরমা বাণিজ্য

চট্টগ্রাম ব্যুরো

মহানগরীতে ডিপ্লোমা শিক্ষার আড়ালে চলছে রমরমা বাণিজ্য। সরকারি বিধিনিষেধ অমান্য করে যত্রতত্র গড়ে উঠেছে বেসরকারি ডিপ্লোমা পলিটেকনিক কলেজ। কারিগরি শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে আসন সংকটকে পুঁজি করে বেসরকারি এসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার নামে অর্থবাণিজ্য চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট কলেজে নিজস্ব ভবন থাকা বাধ্যতামূলক হলেও নগরীতে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা ১১টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের মধ্যে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের নেই কোন নিজস্ব ভবন। ফলে ভাড়া বাসায় চলছে পাঠদান কার্যক্রম। ফি আদায় করা হয় ইচ্ছে মতো। এসব কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই ব্যবহারিক ক্লাসের পর্যাপ্ত সরঞ্জামাদি। ফলে শিক্ষার্থীরা এখান থেকে কোর্স সম্পন্ন করার পর তেমন কিছু শিখতে না পেরে কর্মজীবনে সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। দক্ষ শিক্ষক এবং উপযুক্ত ল্যাব সুবিধার অভাবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান নিয়েও শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অভিযোগ, এসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার নামে প্রতারণা করছে। অন্যদিকে সরকারের কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি কার্যক্রম ব্যর্থ হচ্ছে। অনেকের মতে, বেসরকারি অধিকাংশ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের লেখাপড়ার মান এত খারাপ, চার বছর শেষে শিক্ষার্থীরা শুধু সার্টিফিকেটটি ব্যতীত আর কিছুই অর্জন করতে পারছে না। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে এসব ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামে পরিচালিত হচ্ছে। তবে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের দেয়া শর্তসমূহ চট্টগ্রামের অনেক প্রতিষ্ঠানই মানছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে।

নগরীতে গড়ে ওঠা ১১টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট কলেজ হল চিটাগাং টেকনিক্যাল কলেজ (সিটিসি), শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, ইমপেক কলেজ অব টেকনোলজি, প্রগ্রেসিভ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, কন্টিনেন্টাল ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, মেমোরি পলিটেকনিক অ্যান্ড বিএম কলেজ, নিউক্যাসেল ইউনিভার্সিটি, ইসলামী ব্যাংক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি। এসব বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের মধ্যে একেকটির ভর্তি ফি একেক ধরনের।

যত্রতত্র গড়ে উঠেছে বেসরকারি ডিপ্লোমা পলিটেকনিক কলেজ

চিটাগাং টেকনিক্যাল কলেজে (সিটিসি) শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তি ফি বাবদ নেয়া হচ্ছে তিন হাজার টাকা, সেমিস্টার ফি বাবদ ১০ হাজার ৫০০ টাকা, ভর্তির সময় ৬ হাজার ৫০০ টাকা, দ্বিতীয় কিস্তি ৪ হাজার টাকা। ন্যাশনাল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজিতে (এনআইটি) সেমিস্টার ফি বাবদ নেয়া হচ্ছে ৯ হাজার ৫০০ থেকে ১০ হাজার ৫০০ টাকা পর্যন্ত। শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ভর্তি ফি নেয়া হচ্ছে ৫ হাজার টাকা, সেমিস্টার ফি বাবদ ১২ হাজার ৫০০ টাকা ও মাসিক বেতন ৭০০ টাকা। এছাড়া এ কলেজে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ও গার্মেন্টস ডিজাইন অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিংয়ে সেমিস্টার ফি নেয়া হচ্ছে ১৮ হাজার ৫০০ টাকা, মাসিক বেতন ৭০০ টাকা ও ভর্তি ফি বাবদ ৫ হাজার টাকা। ইমপেক কলেজ অব টেকনোলজি পলিটেকনিকে ছাত্রীদের জন্য সেমিস্টার ফি ৪ হাজার ৫০০ টাকা এবং ছাত্রদের জন্য ৪ হাজার ৫০০ থেকে ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়া হচ্ছে। এছাড়া সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন খাতে ব্যয়। এছাড়া অপরাপর কলেজগুলোতে একইভাবে পুনঃভর্তিসহ বিভিন্ন অজুহাতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট অ্যাসোসিয়েশন চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক ও চিটাগাং টেকনিক্যাল কলেজের (সিটিসি) প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ কে এম মুছা জানান, বেসরকারি পলিটেকনিক হওয়ায় শিক্ষার্থীরা উপকৃত হচ্ছে। সবার না থাকলেও দুই একটা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবন আছে। দুয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ল্যাবে পর্যাপ্ত সরঞ্জামাদি না থাকলেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত সরঞ্জামাদি রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। নগরীর নাসিরাবাদ এলাকায় অবস্থিত চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের প্রাক্তন এক শিক্ষক জানান, বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট কলেজগুলোতে শিক্ষার নামে সার্টিফিকেট বিক্রি চলছে। তিনি জানান, কারিগরি শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ল্যাব প্রয়োজন। কিন্তু চট্টগ্রামে গড়ে ওঠা অধিকাংশ বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট কলেজে তা নেই। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে যদি পর্যাপ্ত ল্যাব সুবিধা না থাকে তাহলে শিক্ষার্থীরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে জানিয়ে কাপ্তাই সরকারি সুইডেন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট কলেজের অধ্যক্ষ মোসাদ্দেকুল বারী জানান, কারিগরি শিক্ষাতে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশই হল ব্যবহারিক ক্লাস। ল্যাব না থাকলে শিক্ষার্থীরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।